Scotopia: লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ

স্বাগতা কুণ্ডু
প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, আবেগ, ঐতিহ্য এবং শৈল্পিক আবেদনের এক অনবদ্য মিশ্রণ। প্রতিটি সাংস্কৃতিক সৃষ্টির মাধ্যমে, এই লোকসংস্কৃতি বাংলার মানুষের দৈনন্দিন মননে ও চিন্তনে, জীবনে, বিশ্বাসে, সংগ্রামে, প্রেমে, দুঃখে এবং আনন্দে প্রাণের ছোয়া দেয়। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি কেবল শিল্প নয়, একটি বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জীবনমুখী অভিব্যক্তি। প্রতিটি রচনা, কলা, ছড়া গান, নৃত্য, প্রতিটি ছন্দ আসলে মাটির কথা বলে এবং মাটির সাথে মিশে থাকা মানুষের কথা বলে। প্রকৃতি, নদী জীবন, চাষের মাঠ,ফসল কাটা উদযাপন ও নিত্যদিনের বেঁচে থাকার কথা ও গাঁথা লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে ।

আধ্যাত্মিক বাউল হোক বা ভাটিয়ালি, এই লোকসঙ্গীতগুলি বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের চিহ্ন বহন করে। বাঁশি, দোতারা, একতারা হারমোনিয়াম বা সারিন্দা, খোল, করতাল, বাঁশি, মাদল, ঢোল ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বিজয় গাঁথা গায়।

ভাওয়াইয়া গান, ঝুমুরের গান, গম্ভীরার গান উত্তরবঙ্গ, মালদা,মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া,বীরভূম, বাঁকুড়া, দক্ষিণবঙ্গের সামাজিক জীবন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক ভাষ্যকে মানুষের প্রাণের ভিতর থেকে মনের কাছে পৌঁছে দেয়।বাউলের রহস্যবাদ থেকে শুরু করে উৎসবমুখর টুসু, সামাজিক ব্যঙ্গ, রাজনীতির কথকতা, শিব–কালীর বন্দনা, লালন গীতি, পশ্চিমবঙ্গের দর্শন, অতীন্দ্রিয়বাদ, ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক কাঠামোর অন্তর্দৃষ্টিও প্রদান করে।

হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভূত কথকতা, গল্প ও গানগুলি আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতির কথা বলে এবং প্রায়শই ধর্মীয় সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করে। রূপক এবং সহজ ভাষা ব্যবহার করে রহস্যবাদ, মানবতাবাদ এবং প্রেমের বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়। লালন ফকির বা আব্বাসউদ্দিন আহমেদ,

Scotopia: লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

পুর্ণদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই লোকসংস্কৃতিকে প্রেম, ভক্তি, প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, মানবতাবাদ এবং প্রেমের দর্শনের সাথে অনুরণিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এবং প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের সমাজ, শিল্প এবং ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে গবেষণার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক, তা একটি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং অনুশীলনের বাহক। পশ্চিমবঙ্গে বাউল, ভাটিয়ালি এবং ভাওয়াইয়ার মতো গানগুলি মৌখিক ইতিহাস হিসেবে কাজ করে, প্রাচীন দর্শন, পৌরাণিক কাহিনী এবং সাংস্কৃতিক আখ্যানগুলিও দৈনন্দিন জীবনের প্রকাশ ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, নৌকাচালকদের ভাটিয়ালি গান নদীমাতৃক জীবন এবং প্রকৃতি, নদী এবং মাছ ধরার সাথে যুক্ত আবেগকে প্রতিফলিত করে; গম্ভীরা এবং গোম্ভীরার মতো গানগুলি প্রায়শই সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক ব্যঙ্গ এবং স্থানীয় অভিযোগের উপর মন্তব্য করার জন্য পরিবেশিত হয়। এগুলি সচেতনতা তৈরি করতে এবং সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতে অত্যন্ত আবশ্যক ।

আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, আধ্যাত্মিক ও মানবতাবাদী দর্শনের জন্য পরিচিত বাউল গান বা লালন গীতি ধর্মীয় বাধা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং অভ্যন্তরীণ জাগরণের লক্ষ্যে কাজ করে। সম্প্রদায় গঠন এবং বন্ধনের পটভূমির পুর্নগঠনের জন্য লোকসংস্কৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য এবং উদযাপনকে উৎসাহিত করে। সমসাময়িক সঙ্গীত, সাহিত্য ও শিল্পের উপর লোকসংস্কৃতির প্রভাব যেহেতু অসীম, এই ধারার ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য । মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির জন্য আধুনিক ধারার সাথে মিশে যাওয়া এই লোকসংস্কৃতির সৃজনশীলতাকে পুনরুজ্জীবিত করা উচিত। শিল্পীরা ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে সমসাময়িক শব্দের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু তা একই ভাবে মানুষের প্রাণের কথা বলে কিনা দেখতে হবে।

Scotopia এর এই সংখ্যা এই ঐতিহ্যকে তুলে ঢোকার একটি সামান্য প্রয়াস মাত্র, bhabte শিখুক সমাজ, ভাবতে শিখুক মানুষ।

Scotopia: লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

মানব সভ্যতার আদি থেকে দেখলে দেখা যায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যখন একেবারেই কোন ঠাসা হয়ে পড়ছিল, তখন নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদাটুকুও দেওয়া হয়নি। মানুষ হিসেবে আমরা মনে করি নারী ও পুরুষ দুজনেই সমান। একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীকে ভোগ বিলাসের সামগ্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে। মহাকবি হোমারের মহাকাব্যে নারীকে নিম্নমানের বলা হয়েছে। তবে দার্শনিক প্লেটো বলেছেন যে নারীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিলে নারীও সমাজের প্রতি অবদান রাখতে পারে। সংসার জীবন, সামাজিক রীতিনীতি, আচার ধর্ম পালন,বিশেষ করে স্ত্রী আচার পালনে- এইসব বিষয়ে নারীকে সর্বাগ্রে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন লৌকিক সাহিত্যে বিভিন্ন নারীদের জীবন কাহিনী নিয়ে পালা রচিত হয়েছে। যেমন- মহুয়া পালা, চন্দ্রাবতী পালা, মলুয়া পালা, রূপবতী পালা, কঙ্ক ও লীলা পালা, কাজলরেখা পালা প্রভৃতি। মেয়েদের নিয়ে রচিত এই পালাগুলি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত এবং বাংলা লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মেয়েলি গীত, মেয়েলি ব্রতকথা, ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদে, বিভিন্ন গল্প, যেমন- সোনার কাঠি রুপোর কাঠি, সুখু আর দুখু প্রভৃতি গল্পে মেয়েদের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। এইভাবে নারী লোক সাহিত্যের একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

বাংলার সমাজে-সংসারে নারীর ভূমিকা নির্ধারিত। নানা আদেশ-নিষেধে তার জীবন সংকুচিত, প্রত্যাশাহীন অন্ধকারে সে-জীবন বৃত্তাবদ্ধ। তবুও নারী যে সৃজনশীল, শিল্পরচনায় স্বচ্ছন্দ, আত্মপ্রকাশে আগ্রহী- তার প্রমাণ মেলে হাতের নানা শৈল্পিক কর্মে, কণ্ঠের সুরে, অলিখিত ছন্দের মৌখিক প্রকাশে-এসব সৃজনকলা জন্ম নেয় পারিবারিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার আবেশে-স্নেহে-বিষাদে-প্রেমে-

বিরহে-আনন্দে-বিচ্ছেদে নারীর সৃষ্টি প্রাণ পায়, মূক হয় মুখর- খিড়কি থেকে যে-আলো জ্বলে ওঠে তা পৌঁছে যায় সিংহদরোজায়- অবশেষে বোধি জন্ম নেয়- সৃষ্টিই নারীর মুক্তি।

রূপকথায় নারীরা প্রায়শই রাজকন্যা, ডাইনী, বা সাধারণ নারী হিসেবে উপস্থাপিত হন। তাদের সাহস, বুদ্ধিমত্তা, এবং আত্মত্যাগের কাহিনী লোককথায় স্থান পায়। লোকগীতিগুলোতে নারীদের প্রেম, বিরহ, দুঃখ, এবং আনন্দ প্রকাশিত হয়। ব্রতকথায় নারীরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-অর্চনা এবং ব্রত পালনের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন। লোকনাটকে নারীরা বিভিন্ন সামাজিক চরিত্রে অভিনয় করেন, যা সমাজের চিত্র তুলে ধরে। লোকসাহিত্যের ভুবনে নারী এসেছে তিনভাবে : বিষয় হিসেবে, রচক হিসেবে এবং পরিবেশক হিসেবে। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের সাহিত্যে নারীর তিন ভূমিকাই নজর করা যায়। তিনি মূলত ছেলেভুলানো ছড়া এবং বিয়ের কনের ছড়া ও বিয়ের গান নিয়ে আলোচনা করেছেন - বিদেশি

Scotopia: লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

ভাষার ছড়ার তুলনা টেনে প্রসঙ্গকে প্রাঞ্জল করেছেন। ছেলেভুলানো ছড়ায় মেলে শিশুমনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, অপরপক্ষে, বিয়ের গান ও ছড়ায় রচিত হয়েছে বিরহ-বিধুর আবহ। মায়ের মনোজগৎ ও শিশু-মনস্তত্ত্ব, বিয়ের কনে-বিদায়ে গার্হস্থ্য-জীবনের বিচ্ছেদ-বেদনার রূপ, হতশ্রী পল্লি–জীবনের অস্পষ্ট ছবি - এই আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে। নারীকবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ প্রসঙ্গে লেখকের প্রশ্ন ও যুক্তি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে। বিষয়-বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, আনুষঙ্গিক পর্যালোচনার সঠিক প্রেক্ষাপট-নির্ধারণ এবং মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণের অভিনবত্ব লক্ষণীয় - বিবরণধর্মী হলেও তাঁর সাহিত্য বাংলার লোকসংস্কৃতিচর্চার মধ্যপর্বের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে।

লোকসাহিত্য নারীদের দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের মাধ্যমেই বাহিত হয়েছে। নারীরা তাদের গান, গল্প, প্রবাদ, এবং লোককথার মাধ্যমে এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এর প্রমান পাওয়া যায় "ময়মনসিংহ গীতিকা"র বিভিন্ন পালায়। যেমন, 'মহুয়া পালা'তে দেখি- সুদর্শন পুরুষ নদের চাঁদ ছিলেন এক জমিদারের দেওয়ান। অপর পক্ষে রূপবতী মহুয়া বেদে সর্দার হুমরা বেদের পালিত কন্যা, যাকে শিশুকালে হুমরা বেদে নেত্রকোণার কাঞ্চনপুরে কোনো ব্রাহ্মণের ঘর থেকে ডাকাতি করে নিয়ে আসে। জানা যায়, বেদে মহুয়াও এক সভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। বেদেরা ঘাটে ঘাটে নোঙ্গর ফেলত ও হাট বাজারে পাড়ায় সাপের খেলা দেখাত, দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে বাজিকরের খেলা দেখাত। বেদে মহুয়া যখন নদের চাঁদের গ্রামে সাপের খেলা দেখাতে আসেন তখন মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে নদের চাঁদ তাকে প্রণয় নিবেদন করেন। মহুয়াও নদের চাঁদের প্রণয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু দুজনের প্রণয়ের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় হুমরা বেদে। এই বিপত্তির হাত থেকে নিজেদের প্রণয়কে বাঁচাতে নদের চাঁদ মহুয়াকে নিয়ে পালিয়ে যান। বেশ দুজনে মিলে স্বপ্নের সংসারকে বাস্তবায়িত করে জীবনযাপন করছিলেন। হুমরা বেদে দলবল নিয়ে তাঁদের পিছু ধাওয়া করে। অবশেষে তারা মহুয়া এবং নদের চাঁদকে ধরে ফেলে। হুমরা বেদে নদের চাঁদকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। সর্দার মহুয়ার হাতে বিষলক্ষা ছুরি দিয়ে বলে ‘‘যাও নদের চাঁদকে মেরে ফেল’ । বিষলক্ষা ছুরি নিয়ে মহুয়া নদের চাঁদের দিকে এগিয়ে যান। নদের চাঁদের সম্মুখে পৌঁছে বিষলক্ষা ছুরি দিয়ে তিনি তাঁর নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করেন এবং মাটিতে ঢলে পড়েন। প্রণয় পিয়াসী নদের চাঁদ মহুয়ার এই আত্মত্যাগ সহ্য করতে না পেরে প্রেমের প্রতিদান স্বরূপ বিষলক্ষা ছুরি দিয়ে নিজ জীবন আত্মহূতি দেন। মহুয়া ও নদের চাঁদের এই আত্মত্যাগ চিরন্তন প্রেমকে মহিমান্বিত করেছে। আজও সেই প্রেমের অমর কহিনী লোক মুখে মুখে বিরাজমান।

Scotopia: লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

"মলুয়া পালা"য় দেখি- মলুয়া ও চাঁদ বিনোদের দাম্পত্য সম্পর্ক, কাজির ক্ষমতায় বিচ্ছেদ, উত্থান-পতন, ক্ষমতাবান কাজির দাপট ও তার কাছে হার না মানা এক বাঙালি নারীর কাহিনী হলো 'মলুয়া পালা'।

'চন্দ্রাবতী পালা'য় দেখা যায়- চন্দ্রাবতী একজন প্রতারিত প্রেমিকা ও স্ত্রী। জয়ানন্দ তাঁর প্রাণপ্রিয় ফুল-তোলার সঙ্গী হয়ে তাঁর প্রতি প্রণয়বিজড়িত হয়ে পরবর্তী কালে তাঁকে বিবাহও করেন। কিন্তু সেই জয়ানন্দই পরবর্তীকালে অন্য এক যবনী কন্যার রূপে বিমোহিত হয়ে চন্দ্রাবতীকে ত্যাগ করে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পতিপরিত্তক্ত হয়ে চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে রামায়ণ রচনা করেন। সাধন পূজনকেই তিনি নিজের জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নিজের ভুল বুঝতে পেরে জয়ানন্দ আবার চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসেন, কিন্তু চন্দ্রাবতীর মনোযোগ তখন আরাধনায়। সর্বহারা ব্যর্থমনোরথ জয়ানন্দ শেষে নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন।

'কমলা পালা'তে দেখা যায় - প্রিয়তমা স্ত্রীর শখ পূরণে রাজা জানকীনাথ মল্লিক তার স্ত্রীর নামে কমলা সায়র দিঘি খনন করান। কিন্তু দিঘিতে জল না উঠায় রাজা নরকপ্রাপ্ত হওয়ার ভয় পেলে রানি কমলা স্বামীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন। তিনি তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দাসীদের হাতে সমর্পণ করে সদ্যখোঁড়া দিঘিতে নিজেকে উৎসর্গ করে চিরতরে হারিয়ে যান। রানিকে হারানোর শোকে কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

'দেওয়ান ভাবনা পালা'টি সোনাই-মাধব পালা নামেই অধিক পরিচিত। এই পালায় দেখা যায়- গীতিবর্ণিত "বাঘরা"র নামে সেই অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ একটি হাওর পরিচিত। প্রবাদ এই, সোনাই-এর মত বহু সুন্দরীর সন্ধান দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ বাঘরা নামক এক গুপ্তচর ('সিন্ধুকী') দেওয়ানদের নিকট হইতে এই বিস্তৃত 'হাওর' লাখেরাজস্বরূপ পুরস্কার পাইয়াছিল। 'বাঘরা'র হাওর' নেত্রকোণার দশমাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। বোধ হয় 'দীঘলহাটী' গ্রামের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত হাওরের নিকটবর্ত্তী 'ধলাই' নদীর তীরে 'দেওয়ানপাড়া' নামক একটি গ্রাম আছে, সম্ভবত এইখানেই 'দেওয়ান ভাবনা'র আবাস ছিল।

চন্দ্রাবতীর রচিত 'দস্যু কেনারাম পালা'য় দেখা যায- দস্যু কেনারাম একজন দস্যু হলেও সে সমাজ থেকে ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর করতে চেয়েছিল। তার দার্শনিক ও আর্থিক জ্ঞান দুটিই উপলব্ধি করার মতো। প্রেমাহতা চন্দ্রা জয়চন্দ্রের শব দর্শন করার অল্পকাল পরেই হৃদ্রোগে লীলা সংবরণ করেন। ফুলেশ্বরী নদীর গর্ভেই কেনারাম তাহার মহামূল্য ধনরত্ন বিসর্জন

Scotopia: লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

দিয়েছিল।জীবনে আমরা অনেক কিছু পড়ি জানার জন্য। কিন্তু সবকিছু ধারণ করি না। মৈমনসিংহ গীতিকা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য। এটি ধারণ করতে হবে।

'রূপবতী পালা' ও 'কঙ্ক ও লীলা পালা'তে দেখা যায়- মুসলমান নবাবের কাছ থেকে বাঁচাতে কাজের ছেলে মদনের কাছে ‘রূপবতী’ পালার রূপবতীকে বিয়ে দেয় জমিদার বাবা। মেয়ে জামাইকে পাঠিয়ে দেয় বনবাসে। একসময় তারা ফিরে আসে। বাবার সহায় সম্পদের মালিক হয় রূপবতী। কঙ্কের প্রেমে অন্ধ লীলা ব্রাহ্মণ গর্গের কন্যা। সমাজ এবং গর্গের ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় কঙ্ক। প্রেমিক কঙ্কের বিরহে অঝোরে কাঁদে লীলা। কঙ্কের বিরহে শেষ পর্যন্ত মারা যায় ‘কঙ্ক ও লীলা’ পালার লীলা।

'কাজল রেখা পালা'তে দেখা যায়- ধনেশ্বর তার অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যের কারণে শুকপাখির উপদেশে কন্যা কাজল রেখাকে এক গভীর নির্জন বনের ভাঙা মন্দিরে রেখে আসে। সেই মন্দিরে এক সন্ন্যাসী কোনো এক মৃতপ্রায় রাজপুত্রের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য সূঁচ বিঁধিয়ে রেখেছিলেন। পিতা ও সন্ন্যাসীর কথায় কাজল রেখা সেই সূঁচরাজপুত্রকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তার সূঁচ তুলে রাজরানী হয়ে থাকার সময় আবার এক দুর্ঘটনা ঘটে। হাতে কাঁকন দ্বারা কিনে নেওয়া দাসীর কৃতঘ্নতায় কাজল রেখা দাসী হয়ে স্বামীর রাজ্যে বাস করতে থাকে। এক সময় সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে কাজল রেখা।

কাজল রেখার স্বামী সূচ রাজাকে নানান কৌশলে নিজের করে নেয় কঙ্কন দাসী। ‘কাজল রেখা’ রূপ কথা হলেও প্রকৃতির অনুষঙ্গে রচিত এ পালাটিও। এবং শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক।

'দেওয়ানা মদিনা পালা'য় দেখা যায়-এই পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র গেরস্ত কন্যা মদিনা। যার সঙ্গে ঘটনাক্রমে বিয়ে হয়েছে বানিয়াচংয়ের দেওয়ান পুত্র দুলালের। কিন্তু সুখ সয়না মদিনার। বড় ভাই আলাল এসে নিয়ে যায় দুলালকে। পুত্র সূরুজকে নিয়ে শুরু হয় তার দুঃখের জীবন। কাঁদতে কাঁদতে মারা যায় মদিনা। মৃত্যুর আগে তার বিলাপ আমরা শুনি যে, তার ভরা ক্ষেতের মধ্যে কে যেন আগুন লাগিয়ে দিল। প্রকৃতির সঙ্গে এভাবেই জীবনে মরণে মিশে গেছে মৈমনসিংহ গীতিকার সাহিত্যের নারী চরিত্রগুলো।

দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ সালের কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় এই 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'। ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত ও চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত দশটি

Scotopia: লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

লোক গীতিকা এতে সংকলিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গীতিকা গুলি গুণী ব্যক্তির বিস্ময়-বিমুগ্ধ সমাদর লাভ করে। দীনেশ চন্দ্র- এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করলে রোঁমা রোঁলা, মরিস মেটার লিংক, সিলভাঁ লেভি ও জর্জ গ্রায়ারসনের মতো মনীষী তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে। মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলোর 'অরণ্য পুষ্পের মতো পবিত্র' প্রেমের কথা বলতে গিয়ে ড. আশরাফ সিদ্দিকী তার 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বলেন- 'নাগরিক সভ্যতার কোনো ধূলি বালি এই পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে না। সেখানে বিবাহের চেয়ে বড় হলো প্রেম।' গীতিকার নারীদের এ প্রেমকে আরো সাহসী করেছে প্রকৃতি। পূর্ববাংলার দুরন্ত প্রকৃতি। পূর্ববঙ্গ গীতিকার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্ম নিরপেক্ষতা। শুধু যে কোন বিশেষ ধর্মমতের প্রতিফলন এতে ঘটেনি, তাই নয় বরং নরনারীর যে প্রনয়াবেগ ধর্মব্যঞ্জন ও সামাজিক শাসন অস্বীকার করে এই সব গীতিকায় সেই প্রনয়াবেগেরই স্তুতি করা হয়েছে। প্রেমই গীতিকা গুলোর উপজীব্য এবং সাধারণত সে প্রেম বিয়োগান্তক। সেখানে দেখি দেশকাল, ধর্ম নিরপেক্ষ এক সার্বজনীন হৃদয়ানুভূতির আধিপত্য। প্রেমাস্পদের জন্য মহুয়ায় অপরসীম কষ্ট স্বীকার ও আত্মত্যাগ তার গৌরবময় উদাহরণ। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, গীতিকাগুলোতে নারীর বিশিষ্ট প্রাণ রয়েছে। যে প্রেমনিষ্ঠা চরিত্রকে মোহণীয় করে তুলেছে। এ নিষ্ঠা গীতিকার নারী চরিত্রকে শুধু দীপ্ত করে তুলেনি, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশও ঘটিয়েছে।

লোকসাহিত্যে নারীরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হন। তাদের বীরত্ব, প্রেম, দুঃখ, ত্যাগ, সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়গুলি লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, সতী-সাবিত্রী, সীতা, দ্রৌপদী প্রমুখ নারী চরিত্র লোকসাহিত্যে শ্রদ্ধার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। শুধু লোক সাহিত্য নয়, সাহিত্যে নারীর অবস্থান অতি প্রাচীনকাল থেকে। চর্যাপদের প্রায় সবগুলো পদেই নারীর উপস্থিতি দেখা যায়। মধ্যযুগের সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' । কৃষ্ণের নামে কাব্যের নাম হলেও পুরো কাব্যজুড়ে রাধার সরব উপস্থিতি। মধ্যযুগের 'অন্নদা মঙ্গলে' আমরা দেখি, দেবী অন্নদার পা রাখা সেঁওতি সোনার হয়ে গেছে। আর তা দেখে ঈশ্বরী পাটনী বর চাইছে দেবীর কাছে- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' । 'মনসা মঙ্গলে' চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা নেচে গেয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে ফিরিয়ে এনেছে স্বামী লক্ষ্মীন্দরের জীবনসহ চাঁদের সাত পুত্র আর সপ্তডিঙা মধুকর। কালীদাস 'মেঘদূতে' নারীর পাশাপাশি নদী, পাহাড়, পর্বত- এক কথায় সমস্ত প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। মেঘ যাচ্ছে প্রিয়ার কাছে দূত হয়ে- 'যাও ভাই একবার, মুছাতে আঁখি তার।' পরবর্তীকালে আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নালোকের নারীর কথা বলতে শুনি। কাজী নজরুল জয়গান গেয়েছেন নারীর। বিশ্বের সব মহান সৃষ্টির পেছনে

Scotopia: লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

নারীর অবদানের কথা বলেছেন। বহ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠতে বলেছেন নারীকে। জসিমউদ্দীনের নক্সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, শরৎচন্দ্রের বড়দি, মেজদি প্রভৃতি রচনার কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলো অতুলনীয়। আর এসব নারী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে প্রকৃতির পটভূমিতে। লোকসাহিত্যের অনেক রচনার রচয়িতা হিসেবে নারীর নাম পাওয়া যায় না, তবে অনেক ক্ষেত্রে নারীরাই লোকসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ব্রতকথা, ছড়া, গান ইত্যাদি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ময়মনসিংহ গীতিকায় তার প্রমান পেয়েছি।

লোকসাহিত্য মূলত মুখে মুখে প্রচলিত হয়, তাই এর পরিবেশনেও নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। নারীরা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মান্তরে লোকসাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখেন। লোকসাহিত্যে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলিও প্রতিফলিত হয়। লোকসাহিত্য নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়ক হতে পারে। লোকসাহিত্য একটি সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। নারীর মাধ্যমে এই ঐতিহ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত হয়। লোকসাহিত্য নারীর ক্ষমতায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং সমাজের মূল স্রোতে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করে।

লোক সাহিত্যের নারীরা দেশের প্রকৃতি- পরিবেশ- পারিপার্শ্বিকতা, প্রাণী, সম্পদ, উৎপাদন ও জাতীয় জীবনের নানা ধারা, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, পরিবার, ঘর-সংসার ইত্যাদি বিষয়েই বিদ্যমান। পূর্ববঙ্গের পালাগান 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় তার প্রমান পেলাম। যে নারী চরিত্রগুলো কেবল প্রেম ও ভালোবাসার প্রতীক নয়, বরং তারা সাহস, ত্যাগ, এবং দৃঢ় সংকল্পেরও উদাহরণ। তারা সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতির ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। লোকসাহিত্য একটি সমাজের দর্পণস্বরূপ, যেখানে নারীর অবস্থান, তাদের ভূমিকা এবং সমাজের প্রতি তাদের অবদান স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

Scotopia: লোকসাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

১. দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড)।

২. ড. আশরফ সিদ্দিকী, লোক সাহিত্য (১ম খণ্ড)।

৩. ড. আশরফ সিদ্দিকী, লোক সাহিত্য (২য় খণ্ড)।

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য (৩য় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)।

৫. সব্যসাচী মণ্ডল, সম্পাদিত বাংলার লোক সংস্কৃতি ও লোক সাহিত্য।

৬. শামস্ আল্ দীন, লোক সাহিত্যে নারী।

৭. দূর্বা দেব, সাহিত্যে নারী নির্মাণ ও নৈপুণ্য।

৮. তিলক পুরকায়স্থ, বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি।

৯. প্রদীপ মিত্র, লোকসংস্কৃতিতে নারী।

১০. অনিল সেন, লোক সংগীতের উৎস সন্ধানে।

১১. এমদাদ খান, ময়মনসিংহ গীতিকা : গল্পরূপ।

১২. সন্দীপ কুমার মণ্ডল, সম্পাদিত মৈমনসিংহ-গীতিকা বাঙালির গান বঙ্গের আখ্যান।